দারসুল জিহাদ (শিট নং ৩)

اغراض الجهاد واهدافه

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম ছোট-বড় অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমরা বর্তমানের অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে; আরো কিছু বিষয় তার সাথে যুক্ত করতে পারি। কিন্তু জিহাদ ফরয হওয়ার পিছনে মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোকে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে নিয়ে আসা যেতে পারে :-

১) اظهار الدين 'ইযহারুদ্দীন' অর্থাৎ দীনকে বিজয়ী করা।

জিহাদ ফরজ হওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি মূল উদ্দেশ্য হল, মানব রচিত সকল মতবাদ যেমন; গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং পূর্বেকার সকল ধর্মীয় মতবাদ যেমন; ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি মতবাদ কে ধ্বংস করে; আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী আকারে প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [٩:٣٣]

তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। [১]

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا [٤٨:٢٨]

তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ যথেষ্ট। [২]

এ কারণেই যখন সুলাইমান আ. হুদহুদ পাখির মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, সাবা নামক একটি এলাকার লোকেরা শির্কে লিপ্ত আছে, তখন তাদেরকে দীনের দিকে আহ্বান করলেন। যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এভাবে দিয়েছেন,

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ [٢٧:٢٤]. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ [٢٧:٢٥]. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [٢٧:٢٦]

---

[১] সূরা তাওবা ৩৩, সূরা সফফ ৯ ।

[২] সূরা ফাতাহ ২৮ ।

আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী শুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন?; যিনি নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন; যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি মহা আরশের মালিক। [৩]

হুদহুদের বক্তব্য শোনার পর সুলাইমান আ. পত্রের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং এক আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানালেন। অন্যথায় যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হতে বললেন। পুরো বিষয়টা আমরা কোরআন থেকে দেখি,

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ [٢٧:٣٠]. أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ [٢٧:٣١]

সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই সসীম দাতা, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে শুরু। আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন কর না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও। [৪]

এখানে সাবার রাণী সুলাইমান আ. কে কোন প্রকার হুমকী বা ভীতিপ্রদর্শন করেন নি। এমনকি সাবা এলাকার রাণী সম্পর্কে সুলাইমান আ. এরও কোন ধারণা ছিল না। তার পরেও সুলাইমান আ. তাকে উপরোক্ত পত্র লিখলেন, শুধুমাত্র আল্লাহর যমীন কে শিরক মুক্ত করে; দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

২) كسر شوكة الكفار 'কাসরু শওকাতিল কুফ্ফার' অর্থাৎ কাফেরদের শক্তিকে চুর্ণ করে দেওয়া।

এটি জিহদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কারণ মানুষের স্বভাব হল, পৃথিবীতে যারা শক্তিশালী মানুষ; তাদের অনুসরণ করে। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাল-চলন, রীতি-নীতি অনসরণ করে। মুসলিম দেশগুলো ইংরেজদেরকে অভিভাবক ও মুরব্বী জ্ঞান করে। অথচ কোরআনে বলা হয়েছে,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ [٥:٥١]

আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। [৫]

কুফরী শক্তি বিজয়ী থাকলে; তারা মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক তাদের ধর্মে নিয়ে যাবে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ [٢:٢١٧]

আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে; যতক্ষণ না তোমাদেরকে দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়। [৬]

---

[৩]। সূরা নামল ২৪-২৬ ।

[৪]। সূরা নামল ৩০-৩১ ।

[৫]। সূরা মায়িদা ৫১ ।

[৬]। সূরা বাকারা ২১৭ ।

তাদেরকে যতই খোশামোদ-তোশামোদ করা হোক না কেন, তাদেরকে কোনভাবেই সন্তুষ্ট করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ [٢:١٢٠]

আর ইহুদী ও নাসারারা কখনো তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের (ধর্মের) অনুসরণ কর। [৭]

এর বাস্তব উদাহরণ বর্তমান মুসলিম শাসকগণ। তারা ইহুদী-খৃষ্টান কে যতই খুশি করার চেষ্টা করুক না কেন, কোন কাজ হচ্ছে না। বরং যতদিন তাদের প্রয়েজান থাকে, ততদিন তাদের ব্যবহার করে। তারপর কলার ছোলার মত ছুড়ে ফেলে দেয়। এ কাজগুলো তারা করে যাচ্ছে; তাদের শক্তির বলে। এটাই কাফেরদের চরিত্র। এ কারণেই কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করে দিয়ে; আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও মুমিনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ [٩:١٤]

যুদ্ধ কর ওদের সাথে! আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। [৮]

৩) نصرة المستضعفين ورد العدوان 'নুসরাতুল মুসতাদ'আফীন ওয়া রাদ্দুল উদওয়ান' অর্থাৎ অসহায় অত্যাচারিত মানুষদের সাহায্য করা এবং যালিম কে প্রতিহত করা।

এটি জিহাদের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করেছেন। কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল। পৃথিবীর নেযাম চলার জন্য এটি খুবই প্রয়োজন ছিল। যাতে একে অপরকে কাজে লাগাতে পারে। যদি সকলেই সমান হত, তাহলে রাস্তার ঝাড়–দার, সুইপার, মেথর, কুলি-মজুর কোথায় পাওয়া যেত ?

সেজন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন স্তর তৈরি করে দিয়েছেন। যেমন; আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ [٤٣:٣٢]

তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বণ্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদা কে অপরের উপর উন্নীত করেছি; যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম। [৯]

---

[৭] সুরা বাকারা ১২০ ।

[৮] সূরা তাওবা ১৪ ।

[৯] যুখরুফ ৩২ ।

কিন্তু এই সুযোগে ধনীরা দরিদ্রদের উপরে, শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপরে যুলুম, নির্যাতন, নিপিড়ন, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ মাযলুম, নির্যাতিত মানুষদেরকে মুক্ত করা জিহাদের আরেকটি মূখ্য উদ্দেশ্য। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا [٤:٧٥]

আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না; দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে; যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর। এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। [১০]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ [٢:٢٥١]

আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। [১১]

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের মাধ্যমে যারা ফাসাদ সৃষ্টি করবে; তাদেরকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে ফাসাদমুক্ত করবেন। সুতরাং ফাসাদ দূর করার অন্যতম উপায় হল জিহাদ, যা কোরআনের আয়াত দ্বারা স্পষ্ট।

৪) الدعوة الى الله 'আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ' অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে মানুষদের কে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন এলাকায় জিহাদের জন্য সেনাদল পাঠাতেন, তখন প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দিতেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ ছিল না। বরং তার জান মালের নিরাপত্তা একজন সাধারণ মুসলিমের সমতূল্য বলেই বিবেচিত হত। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস তুলে ধরছি :-

عن سهل بن سعد ﷺ سمع النبي ﷺ يقول ... ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم.

সাহল ইবনে সা'দ রাযি. হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ... অতঃপর তুমি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের প্রতি আল্লাহর যে হক রয়েছে; তা জানাও। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ কোন এক জাতিকে হিদায়েত দিবেন, তা তোমার জন্য লাল উষ্ট্রীর (দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদের) চেয়েও উত্তম। [১২]

---

[১০] সূরা নিসা: ৭৫ ।

[১১] সূরা বাকারা ২৫১ ।

[১২] বুখারী ৪২১০ ।

উপরোক্ত বাক্যটি ‘ঐতিহাসিক খায়বার’ যুদ্ধের কমান্ডার ঘোষণা করার হাদীসের একটি অংশ। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযি. এর হাতে ইসলামের পতাকা দিয়; তাকে উপরোক্ত ওসিয়াতটি করেন। বুঝা গেল, ঐ যুদ্ধেও ইহুদীদের কে হত্যা করা ও তাদের অর্থ সম্পদ দখল করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং ইসলামের দাওয়াতই মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مُحَّدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم إلا بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله".

ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়। অতঃপর যদি তারা তা করে; তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের অন্য কোন বিধানের কারণে যদি রক্তপাতের আদেশ আসে; তাহলে তা ভিন্ন। আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার নিকট। [১৩]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال, كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرا على جيش أو سرية؛ أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال "اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا؛ ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك؛ فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإذا أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم".

সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রাযি.; তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে কোন সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে বিষেশভাবে আল্লাহ কে ভয় করে চলার অসিয়ত করতেন এবং তার অধিনস্ত সকল মুসলিমদের সাথে সদাচারণ করার নির্দেশ দিতেন।

অতঃপর বলতেন, আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, গনীমাতের মালে খেয়ানত কর না, মুছলা কর না (কারো নাক, কান, চোখ ইত্যাদি কর্তন করা), শিশুদের হত্যা কর না। যখন তোমরা তোমাদের শত্রু অর্থাৎ মুশরিকদের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের তিনটি জিনিসের দিকে আহ্বান জানাবে।

তারা যে কোন একটি গ্রহণ করলেই তুমি তা মেনে নিবে। প্রথমেই তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। যদি তারা তাতে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। [১৪]

---

[১৩]। বুখারী ২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, মুসলিম ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, তিরমিযি ৩৩৪১, নাসাঈ ২৪৪৩, ৩০৯০, ৩০৯১-৩০৯৫, আবু দাউদ ১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৬, ২৬৪৪, ২৬০৭, ২৬০৮, ইবনে মাজাহ ৭১, ৭২, ৩৯২৭-২৯ ।

[১৪]। সহীহ মুসলিম ৪৬১৯।

এ কারণেই যুদ্ধের ময়দানে; যখন কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও উসামা ইবনে যায়দ রাযি. তাদেরকে হত্যা করলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিরষ্কার করলেন। হাদীসটি নিম্নে পেশ করা হল :-

عن أسامة بن زيد قال, بعثنا رسول الله ﷺ فى سرية، فصبحنا الحرفات من جهينة؛ فأدركت رجلا، فقال لا إله إلا الله. فطعنته؛ فوقع فى نفسى من ذلك، فذكرته للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ "أقال لا إله إلا الله وقتلته؟" قال, قلت "يا رسول الله؛ إنما قالها خوفا من السلاح". قال "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم؛ أقالها أم لا"، فمازال يكررها على حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ.

উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি যুদ্ধে পাঠালেন। আমরা সকালবেলা জুহাইনা গোত্রের একজন লোককে দেখতে পেলাম। সে বলল, لا إله إلا الله *'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আমি তারপরও তাকে হত্যা করলাম। এতে আমার মনের মধ্যে এক প্রকার সংশয় সৃষ্টি হল। বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন,* لا إله إلا الله *বলা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি বললাম, সে তো অস্ত্রের ভয়ে জান বাঁচানোর জন্য একথা বলেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তার অন্তরটি চিঁড়ে দেখনি কেন? সে অন্তর দিয়ে বলেছে কিনা; যাচাই করার জন্য। একথাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার বলতে লাগলেন। তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি যদি আজকেই ইসলাম গ্রহণ করতাম! (তাহলে আমার দ্বারা একজন মুসলিমকে হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধ হত না।)* [১৫]

এজাতীয় আরো অনেক হাদীস রয়েছে; যেগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা।

৫) জিহাদের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম ও মুনাফিকের পরিচয় স্পষ্ট করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عن أبي هريرة قال, قال رسول الله ﷺ "من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق".

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে; সে কখনো যুদ্ধ করেনি এবং মনে মনে যুদ্ধের আকাঙ্খাও পোষণ করেনি, সে মুনাফিকীর একটি অংশ নিয়ে মারা গেল। [১৬]

এই হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদ ত্যাগ করা মুনাফিকীর একটি লক্ষণ। সাহাবায়ে কিরামগণের ঈমানের সত্যতাও প্রমাণ হয়েছে জিহাদের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا [٣٣:٢٢]. مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا [٣٣:٢٣]. لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [٣٣:٢٤]

---

[১৫]। সহীহ মুসলিম ২৮৭ ।

[১৬]। সহীহ মুসলিম ৫০৪০ ।

যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল; তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল; এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। এটা এজন্য; যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফেকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [১৭]

এ আয়াতে যারা জিহাদের মাধ্যমে বীরত্তের সাথে যুদ্ধ করে; শাহাদাত বরণ করেছেন অথবা তার অপেক্ষায় রয়েছেন, তাদেরকে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যারা এর বিপরীত চরিত্রের অধিকারী, তাদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং জিহাদের মাধ্যমে সত্যিকার মুমিন আর মুনাফিক পৃথক হয়ে যায়।

৬) اقلاع الفتن 'ইকলাউল ফিতনাহ' অর্থাৎ ফিতনার মূলোৎপাটন করা।

জিহাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিতনা-ফাসাদের মূলোৎপাটন করা। পূর্বেই বলা হয়েছে, জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। যারা এই আহ্বানে সারা দিবে; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটার উদারণ হচ্ছে, যখন কেউ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়; তখন তাকে ঔষধপত্র, মলম, মালিশ, এন্টিবায়েটিক ইত্যাদি দিয়ে ভাল করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয়, তখন শরীরের অন্যান্য অঙ্গ রক্ষা করতে হলে; ঐ অঙ্গটি কেটে ফেলতে হয়। তা নাহলে আস্তে আস্তে অন্যান্য অঙ্গগুলোও ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে যাবে। **এক্ষেত্রে ডাক্তার রোগীকে নির্দেশ দেয়,** তোমার এই অঙ্গটিতে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। ওটা কেটে ফেলতে হবে নতুবা ঐ ক্যান্সার অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাতে তোমার গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। আর সেজন্য প্রয়োজন হবে এত লক্ষ টাকা।

রোগী তখন নিজের জায়গা-জমি, গরু-ছাগল বিক্রি করে টাকার ব্যাবস্থা করে। সকলের কাছে দোআ চায়; যেন ডাক্তার ঠিক মত অপারেশন করতে পারে। তারপর ডাক্তারকে টাকা দেয়। ডাক্তার রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায়। কেন? একটি অঙ্গ কেটে ফেলার জন্য। এক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন জ্ঞানবান মানুষ; এই অভিযোগ তুলেনি যে, ডাক্তার কেন তার অপারেশন রুমে একটা লোকের অঙ্গ কেটে ফেলেছে? বরং সকলেই ডাক্তারের জন্য দোআ করে। তাকে টাকা পয়সা দেয়; যেন ঠিক মত কাটতে পারে। কারণ সকলেই জানে, এই অপারেশন করা হচ্ছে রোগীর অন্যান্য অঙ্গগুলোকে রক্ষা করার জন্য।

ঠিক তেমনিভাবে, আল্লাহর কাছে গোটা পৃথিবীটা হল একটা রুম সমতূল্য। এখানেও কোন একটি অঙ্গ (মানষ) রোগাক্রান্ত হতে পারে। আর সেজন্য তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার, আল্লাহর হুকুম মেনে নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে; যাদেরকে কোন দাওয়াত, কোন চিকিৎসা কাজে আসে না। তারা ক্যান্সার সমতূল্য হয়ে গেছে। তাদের কাজই হচ্ছে পৃথিবীতে ফিতনা-ফসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও শিরক-বিদআত ছড়ানো। কোরআন হাদীসের কোন উপদেশ তাদের কোন উপকারে আসে না। ওরা ক্যান্সার। এজাতীয় লোকদেরকে জিহাদের মাধ্যমে অপারেশন করে; গোটা পৃথিবীর মানবদেহ থেকে অপসারণ করা জরুরী। নতুবা তারা গোটা পৃথিবীর মানুষকেই ফিতনা-ফাসাদে জর্জরিত করে ফেলবে।

আর ফিতনা-ফাসাদের চেয়ে হত্যা করা অনেক ভাল। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

---

[১৭]। সূরা আহযাব ২২-২৪ ।

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ [٢:١٩١]

আর ফিতনা হত্যার চেয়েও কঠিনতর। [১৮]

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ [٢:٢١٧]

আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়। [১৯]

আর এই ফিতনা কে চিরতরে নির্মূল করার জন্য যে অপারেশন করতে হবে, তার নামই হচ্ছে জিহাদ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ [٨:٣٩]

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত দীন (জীবনব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। [২০]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ [٢:١٩٣]

আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে জালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই। [২১]

জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, জিহাদ ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্য মানুষকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। যেটা বর্তমান যুগের ইহুদী-খৃষ্টান এবং তাদের মিডিয়া জগৎ প্রচার করে থাকে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা তাদের জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কারণে বলে থাকে অথবা ইচ্ছা করে না জানার ভান করে বলে থাকে। নতুবা যদি জিহাদের উদ্দেশ্য তরবারীর জোরে ইসলাম গ্রহণ করানোই হত, তাহলে যুদ্ধের ময়দানে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা, তাতে রাজি না হলে; জিজিয়া দেওয়ার জন্য আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া হত না। জিজিয়া আদায় কে ইসলামে অনুমোদন করাটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানো নয়। ইসলামের ইতিহাসেও জোরপূর্বক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করানোর কোন প্রমাণ নেই। মুসলিমরা যতগুলো দেশ যুদ্ধ করে বিজয় করেছে, সেখানে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান করা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ না করলে, জিজিয়া আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জিজিয়া আদায় করতে রাজি হলে, তাদেরকে তাদের ধর্ম পালনে পূর্ণ এখতিয়ার (স্বাধীনতা) দেওয়া হয়েছে।

---

[১৮]। সূরা বাকারা ১৯১ ।

[১৯]। সূরা বাকারা ২১৭ ।

[২০]। সূরা আনফাল ৩৯ ।

[২১]। সূরা বাকারা ১৯৩ ।

সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল; জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনের ইজ্জত রক্ষা করা। সকল প্রকার তাগুত, কাফের, দাম্ভিক, অহংকারীর সমস্ত ক্ষমতা, দম্ভ, অহংকার, গৌরব ধুলিস্মাৎ করে দিয়ে এবং মানুষের সার্বভৌমত্ত ও মানবরচিত আইন তথা বহু ইলাহ, বহু রবের ইবাদত থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করে; এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং কমান্ড প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের উদ্দেশ্য।

বর্তমান যুগে কিছু নামধারী মুসলিম, পশ্চিমা চিন্তা-চেতনায় লালিত-পালিত ইহুদীদের পা চাটা গোলাম, কোরআন-হাদীস ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ-মূর্খ, খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদ ও **হিন্দুদের সন্ন্যাসী** মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, কাফেরদের জাগতিক শক্তি ও মারনাস্ত্র দেখে মানসিক বিপর্যস্ত তথা ইসলামের একদল নাদান দোস্ত; ইহুদী-খৃষ্টানদের উপরোক্ত অভিযোগের কাছে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে অসহায় এবং লজ্জিত মনে করে। তাদের বন্ধু ইহুদী-খৃষ্টানদের কে জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত না করে; বরং নিজেরা ওযর পেশ করে এবং অজুহাত খুজে বের করার চেষ্টা করে। তারা বলে, 'না, ভাই! ইসলামে আক্রমণাত্মক কোন যুদ্ধ নেই। জিহাদ তো শুধুমাত্র কেউ যদি মুসলমানদের উপর হামলা করে; তা প্রতিহত করার জন্য'। আর তারা এই জন্য কোরআনের ঐসকল আয়াত ও হাদীসগুলো পেশ করে থাকে, যেগুলোতে প্রথম দিকে শুধুমাত্র যারা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যে, দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে এবং দীনে ইসলাম কে অন্য সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য জিহাদ ফরজ করা হয়েছে, সেটাকে তারা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে অথবা এড়িয়ে যায়।

আর তাই, তাদের এ জাতীয় বক্তব্যে বর্তমান যুগের অনেক যুবকেরা বিভ্রান্ত হয়েছে। তারাও এখন বলে বেড়ায় যে, 'জিহাদ শুধু আত্মরক্ষার জন্য; আক্রমণের জন্য নয়'। তাদের এই বক্তব্যগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথা। কোরআন হাদীসে এর কোন ভিত্তি নেই। জিহাদের ইতিহাসে এর কোন নযীর নেই। চৌদ্দশত বছরের ফিকহে ইসলামীর বিশাল ভান্ডারে এর কোন অস্তিত্ব নেই। শুধুমাত্র কাফেরদের কে খুশি করার জন্যই পশ্চিমা চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রভাবিত লোকেরা মানুষকে জিহাদবিমুখী করার জন্য এবং জিহাদ ও মুজাহিদীনদের প্রতি মানুষকে বিরাভাজন করার জন্য এই নতুন ডায়ালগগুলো তৈরি করেছে।